দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... MAY 30 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এভাবে পরীক্ষা গ্রহণ চলিতে পারে না

নকলবাজ হয় বহিষ্কৃত, কিন্তু নকল সরবরাহকারীর হয় না কোন সাজা

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের পরীক্ষার ব্যাপারে জনমনে দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যেভাবে ফ্রি-স্টাইলে নকল হইতেছে, তাহাতে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে– এইভাবে চলিতে থাকিলে বোর্ডের পরীক্ষার আদৌ প্রয়োজন আছে কি? পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কম-বেশী সোচ্চার। বক্তৃতা-বিবৃতি, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের আহবান জানান সত্ত্বে কাজের কাজ কিছুই হইতেছে না। বিপথগামী ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার হলে বীরদর্পে নক করিতেছে। কোথাও কোথাও তাহাদের সহায়তা করিতেছেন অভিভাবক এবং সম্মা শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। সম্প্রতি সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে সরকারী হিসাব ম বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। এসএসসি পরীক্ষায় (২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ)

পরীক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করিতে সহায়তা করার অভিযোগে সারাদেশে বহিষ্কৃত হইয়াছেন ৯০ জন শিক্ষক। গত দুইদিনে এইচএসসি পরীক্ষায় ৫ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। সারাদেশে ১৬ জন শিক্ষকও বহিষ্কৃত হইয়াছেন। পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ইত্তেফাকের সংবাদদাতাবৃন্দ জানাইয়াছেন, দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে হারে নকলের মহোৎসব চলিতেছে, তাহাতে কর্তৃপক্ষ ঠিকমত ব্যবস্থা নিলে বহিষ্কারের সংখ্যা লক্ষের কোটা ছাড়াইয়া যাইত। এইবার এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের রোগের নয়া উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বাহির করা হইয়াছে অভিনব টেকনিক। শহর অপেক্ষা গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। বরিশালের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কেন্দ্রের বাহিরের পরিবেশ দেখিয়া মনে হইয়াছে সবই সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ কেন্দ্রের ভিতরের অবস্থা ছিল অন্যরকম। পরিদর্শকবৃন্দ পালন করিয়াছেন নীরব দর্শকের ভূমিকা। কোথাও কোথাও ছোট ভাই অথবা টোকাই বাহিনী, অফিসের কেরানী, পিয়ন, গাড়ীর ড্রাইভার নকল সরবরাহ করিয়াছে। কক্সবাজারের একটি কেন্দ্রে পরীক্ষায় নকলের দাবীতে অভিনব পদ্ধতিতে মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট পর পরীক্ষা শুরু হয়। ঠাকুরগাঁওয়ের একটি কেন্দ্রে নকল করার সময় ৫ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হইলে তাহাদের সহযোগী বন্ধুরা কেন্দ্রের চারিপার্শ্বে বোমা ফাটাইয়া তুলকালাম কান্ড ঘটায়। কুমিল্লার বুড়িচংয়ে একটি কলেজে একদল তরুণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্মুখেই বীরদর্পে নকল সরবরাহ করিয়াছে। মুরাদনগর সরকারী ডিআর কলেজে একদল-তরুণ টিনের ছাদে উঠিয়া টিনের ফাঁক দিয়া নকল সরবরাহ করিয়াছে। সবচাইতে দুঃখজনক হইল দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে বড় ভাই অথবা বোনের জন্য ছোট ভাই নকল সরবরাহ করিয়াছে। কোথাও কোথাও পিতা-মাতাও দক্ষ নকল সরবরাহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বছরের পর বছর ধরিয়া বোর্ডের পরীক্ষায় নকল হইতেছে। পরীক্ষা আসিলেই বিষয়টি নিয়া তোলপাড় শুরু হয়। বহিষ্কারের সংখ্যা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। নকলের দাবীতে ঘেরাও-ভাংচুরের তথ্যচিত্রও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে এই ব্যাপারে আর কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকে না। একটি সূত্রের মতে, মূলতঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেই বোর্ডের পরীক্ষায় নকল হইতেছে। পরীক্ষায় নকল করিয়া পাস করা একটি অপরাধ হইলেও ইহার প্রয়োগ নাই। নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রী অথবা নকল সরবরাহকারী তরুণ কখনই সামাজিকভাবে তিরস্কৃত হয় না। বিগত বছরগুলিতে দেখা গিয়াছে প্রকাশ্য নকলের অভিযোগে অনেক কেন্দ্র বন্ধ